হোমিওপ্যাথিতে খিঁচুনি রোগীর চিকিৎসা

Convulsion Treatment in Homoeopathy

(মৃগী রোগী)

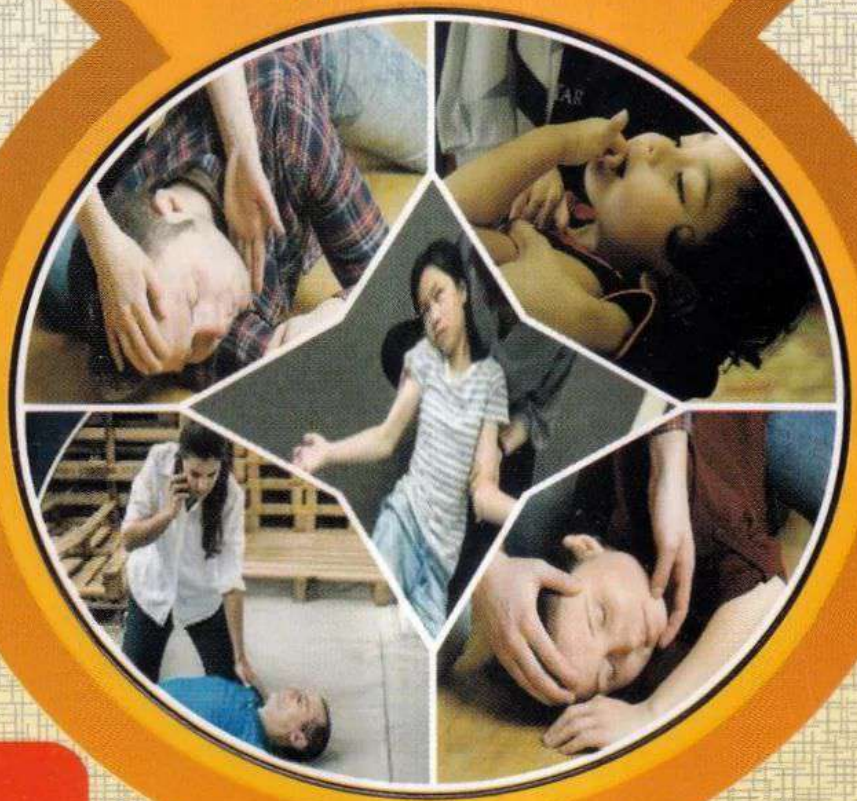

SHH-
মানসিক বিভাগ

ডা. আহাম্মদ হোসেন ফারুকী
ডা. ফাহমিদা হক ফারুকী

Faruque Prokashoni
Banglabazar, Dhaka

সূচীপত্র

১	Convulson (আক্ষেপ/ খিঁচুনি)	১৭
২	খিঁচুনি ও মৃগী রোগ কি একই	২৬
৩	মৃগী রোগ	২৬
৪	মৃগী রোগ ও খিঁচুনি রোগের পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো-	২৭
৫	খিঁচুনি রোগীর বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট	২৮
৬	এরই কাছাকাছি হিস্টিরিয়া (hysteria), এই বিষয়ে কিছু জেনে নেই	২৯
৭	খিঁচুনিতে /আক্ষেপে {(CONVULSIONS), (Epilepsy)} যে কয়টি ওষুধ ব্যবহার করা হয়, যেমন-	৩৫
	1. Absinthium (এবসিন্থিয়াম)	৩৫
	2. Acid Acetic (এসিড এসেটিক)	৩৫
	3. Aconitum Napellus (একোনাইট ন্যাপ)	৩৬
	4. Aesculus Hippocastanum (ইস্কিউলাস হিপ)	৩৬
	5. Aethusa Cynapium (ইথুজা সিনেপিয়াম)	৩৭
	6. Agaricus Muscarius (এগারিকাস মস্কোরিয়াস)	৩৮
	7. Alumina (এলুমিনা)	৩৯
	8. Ammonium causticum (এমোনিয়াম কস্টিকাম)	৩৯
	9. Ammonium Muriaticum (অ্যামোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম)	৪০
	10. Ambra Grisea (অ্যামব্রাগ্রিসিয়া)	৪১
	11. Ammonium Carbonicum (অ্যামোনিয়াম কার্বোনিকাম)	৪১
	12. Anacardium Orientale (অ্যানাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টাল)	৪২
	13. Antimonium Crudum (এন্টিম ক্রুড)	৪২
	14. Antimonium Tart (এন্টিম টার্ট)	৪৩
	15. Apis Mellifica (এপিস মেলিফিকা)	৪৪
	16. Apocy Cannabinum (এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম)	৪৪

	17. Aranea-Diadema (এরেনিয়া ডাইয়েডিমা)	৪৫
	18. Argentum Metallicum (আর্জেন্টাম মেটালিকাম)	৪৫
	19. Argentum Nitricum (আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম)	৪৬
	20. Arnica Montana (আর্নিকা মন্টেনা)	৪৭
	21.Arsenicum Album (আর্সেনিক এল্বাম)	৪৮
	22. Artemesia Vulgaris (আর্টিমিসিয়া ভালগারিস)	৪৯
	23. Asterias Rubens (এস্টিরিয়াস রিউবেন্স)	৫০
	24. Asafoetida (এসাফিটিডা)	৫০
	25. Asarum Europaeum (এসারাম ইউরোপাম)	৫১
	26. Artemesia Vulgaris (আর্টিমিসিয়া ভালগারিস)	৫১
	27.Asterias Rubens (এস্টিরিয়াস রিউবেন্স)	৫২
	28. Aurum Metallicum (অরাম মেটালিকাম)	৫৩
	29. Aurum Arsenicum (অরাম আর্সেনিকাম)	৫৩
	30. Baryta Carbonica (ব্যারাইটা কার্বনিকা)	৫৪
	31. Baryta Muriatica (ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা)	৫৪
	32. Belladona (বেলেডোনা)	৫৫
	33. Benzinum Nitricum(বেনজাইনাম নাইট্রিকাম)	৫৬
	34. Bismuthum subnitricum (বিসমাথাম সাবনাইট্রিকাম)	৫৭
	35. Borax (বোরাক্স)	৫৭
	36. Bovista (বোভিস্টা)	৫৮
	37. Bryonia Alb (ব্রায়োনিয়া এ্যাল্বম)	৫৮
	38. Bufo Rana (বিউফো রানা)	৫৯
	39. Caladium Saguinum (ক্যালাডিয়াম সেগুইনাম)	৬০
	40. Calc Carbonica (ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা)	৬০
	41.Calc Arsenica (ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকা)	৬১
	42. Calc Phosphorica (ক্যালকেরিয়া ফস্ফোরিকা)	৬২
	43. Calc Sulphurica (ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা)	৬৩

	44. Carboneum Sulpuratum (কার্বোনিয়াম সালফ)	৬৩
	45. Campora Officinalis (ক্যাম্ফর অফিসিনেলিস)	৬৪
	46. Cannabis Indica (ক্যানাবিস ইন্ডিকা)	৬৪
	47. Cannabis Sativa (ক্যানাবিস স্যাটাইভা)	৬৫
	48. Cantharis Versicatoria (ক্যান্থারিস ভেসিকেটোরি)	৬৫
	49. Capsicum (ক্যাপ্সিকাম)	৬৬
	50. Carboneum Acid (কার্বোলিক এসিড)	৬৭
	51. Carb Animalis (কার্ব্বো অ্যানিমেলিস)	৬৭
	52. Carb Oxygenisatum (কার্বোনিয়াম অক্সিজেনিসেটাম)	৬৮
	53. Carboneum Sulpuratum (কার্বোনিয়াম সালফ)	৬৮
	54. Carboneum Vegetabilis (কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস)	৬৯
	55. Caulophyllum Thalictroides (কলোফাইলাম থ্যালি)	৬৯
	56. Causticum (কস্টিকাম)	৭০
	57. Cedron (সিড্রন)	৭১
	58. Chamomilla (ক্যামোমিলা)	৭২
	59 .China (চায়না)	৭২
	60. Chininum Sulphuricum (চিনিনাম সালফ)	৭৩
	61. Chloral Hydrate (ক্লোরাম হাইড্রেট)	৭৪
	62. Cicuta Virosa (সিকিউটা ভিরোসা)	৭৪
	63. Cimic. (Actaea Racemosa)	৭৫
	64. Cina Maritima (সিনা ম্যারিটিমা)	৭৬
	65. Clematis Erc (ক্লিমেটিস ইরেক্টা)	৭৭
	66. Cocculus Indica (ককুলাস ইন্ডিকা)	৭৭
	67. Coccus Cacti (কক্কাস ক্যাক্টাই)	৭৮
	68. Coffea Cruda (কফিয়া ক্রুডা)	৭৯
	69. Colchicum Autumnale (কলচিকাম অটামনেল)	৭৯
	70. Collinsonia Canadensis (কলিনসোনিয়া ক্যানাডেন্সিস)	৮০

	71. Colocynthis (কলোসিন্থ)	৮০
	72. Conium Maculatum (কোনিয়াম মেকুলেটাম)	৮১
	73. Crocus Sativus (ক্রোকাস স্যাটাইভা)	৮২
	74. Crotalus Cascavella (ক্রোটেলাস ক্যাস্কাভেলা)	৮২
	75. Crotalus Horridus (ক্রোটেলাস হরিডাস)	৮৩
	76. Cuprum Metallicum (কুপ্রাম মেটালিকাম)	৮৪
	77. Cuprum Arsenicosum (কুপ্রাম আর্সেনিকোসাম)	৮৫
	78. Curare Woorani (কুরারী ওরানি)	৮৫
	79. Cyclamen Europaeum (সাইক্লোমেন ইউরোপিয়াম)	৮৬
	80. Digitalis Purpurea (ডিজিটালিস পারপিউরিয়া)	৮৬
	81. Drosera Rotundifolia (ড্রসেরা রোটান্ডিফোলিয়া)	৮৭
	82. Dulcamara (ডালকামারা)	৮৮
	83. Elaps Corallinus (ইল্যাপ্স কোরালিনাস)	৮৮
	84. Euphorbium Resinifera (ইউফর্বিয়াম রেসিনিফেরা)	৮৯
	85. Ferrum Metalicum (ফেরাম মেটালিকাম)	৮৯
	86. Ferrum Arsenicosum (ফেরাম আর্সেনিকোসাম)	৯০
	87. Formica Rufa (ফর্মিকা রুফা)	৯০
	88. Gelsemium Sempervirens (জেলসিমিয়াম সেমপারভিরেন্স)	৯১
	89. Glonoine (গ্লোনইন)	৯২
	90. Graphites (গ্রাফাইটিস)	৯২
	91. Gratiola Officinalis (গ্রাটিউলা অফিসিন্যালিস)	৯৩
	92. Guaiacum Officinalis (গুয়েকাম অফিসিন্যালিস)	৯৪
	93. Guarea (গুয়ারিয়া)	৯৪
	94. Helleborus Niger (হেলিবোরাস নাইজার)	৯৫
	95. Hepar Sulphuris (হিপার সালফিউরিস)	৯৫
	96. Hydrocyanic Acid (হাইড্রোসিয়ানিক এসিড)	৯৬
	97. Hyoscyamus (হায়োসায়েমাস)	৯৭

	98. Hypericum Perforatum (হাইপারিকাম পার্ফোরেটাম)	৯৮
	99. Ignatia (ইগ্নেসিয়া)	৯৮
	100. Indigo (ইন্ডিগো)	৯৯
	101. Iodium (আয়োডিয়াম)	১০০
	102. Ipecac (ইপিকাক)	১০০
	103. Kali Arsenicosum (কেলি আর্স)	১০১
	104. Kali Bromatum (কেলি ব্রোমেটাম)	১০২
	105. Kali Carbonicum (ক্যালি র্কাবোনিকাম)	১০২
	106. Kali Chlor (ক্যালি ক্লোরেটাম)	১০৩
	107. Kali Sulphuricum (ক্যালি সালফিউরিকাম)	১০৪
	108. Kalmia Latifolia (ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া)	১০৪
	109. Kreosotum (ক্রিয়োজোটাম)	১০৫
	110. Lachesis (ল্যাকেসিস)	১০৬
	111. Laurocerasus (লরোসারেসাস)	১০৭
	112. Ledum Pal (লিডাম পাল)	১০৮
	113. Lobelia Inflata (লোবেলিয়া ইনফ্লেটা)	১০৮
	114. Lycopodium (লাইকোপোডিয়াম)	১০৯
	115. lyssin (Hydrophobinum, হাইড্রোফোবিনাম বা লাইসিন)	১১০
	116. Magnesia Carbonica (ম্যাগ্নেসিয়া কার্বোনিকা)	১১১
	117. Magnesia Muriatica (ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা)	১১১
	118. Magnesia Phosphorica (ম্যাগ্নেসিয়া ফসফরিকা)	১১২
	119. Manganum Aceticum (ম্যাঙ্গেনাম এসেটিকাম)	১১৩
	120. Medorrhinum (মেডোরিনাম)	১১৩
	121. Menyanthes Trifoliata (মিনিয়্যান্থিস ট্রাইফোলিয়েটা)	১১৪
	122. Mercurius Vivus (ভাইবাস) (মার্ক-সল)	১১৪
	123. Merc Corrosivus (মার্ক কর)	১১৫
	124. Mercurius Nitricus (মার্কিউরিয়াস নাইট্রিকাস)	১১৬

	125. Mezereum (মেজেরিয়াম)	১১৬
	126. Millefolium (মিলিফোলিয়াম)	১১৭
	127. Moschus Moschiferum (মস্কাস মস্কিফেরাম)	১১৮
	128. Muriaticum Acid (মিউরিয়েটিকাম এসিড)	১১৮
	129. Mygale Lasiodora (মাইগেল ল্যাসিয়োডোরা)	১১৯
	130. Naja Cobra (ন্যাজা কোব্রা)	১২০
	131. Natrum Carbonicum (নেট্রাম কার্বোনিকাম)	১২০
	132. natrum –fluoratum	১২১
	133.Natrum Muriaticum (নেট্রাম মিউর)	১২১
	134. Natrum Phosphoricum (নেট্রাম ফস)	১২২
	135. Natrum sulphuricum (নেট্রাম সালফিউরিকাম)	১২২
	136. Nitricum Acid (নাইট্রিকাম এসিড)	১২৩
	137. Nux Moschata (নাক্স মস্কেটা)	১২৪
	138. Nux Vomica (নাক্স ভমিকা)	১২৫
	139. Oenanthe crocata (ইন্যান্থ ক্রোক্যাটা)	১২৬
	140. Oleander (ওলিয়েন্ডার)	১২৭
	141. Opium (ওপিয়াম)	১২৭
	142. Petroleum (পেট্রোলিয়াম)	১২৮
	143. Phosphoricu m Acid (ফসফরিকাম এসিড)	১২৯
	144. Phosphorus (ফসফরাস)	১২৯
	145. Physostigma (ফাইজসটিগমা)	১৩০
	146. Phytolacca (ফাইটোলাক্কা)	১৩১
	147. Platinum Metalicum (প্ল্যাটিনাম মেটালিকাম)	১৩১
	148. Plumbum Metalicum (প্লাম্বাম মেটালিকাম)	১৩২
	149. Podophyllum Peltatum (পডোফাইলাম পেলটেটাম)	১৩৩
	150. Psorinum (সোরিনাম)	১৩৪
	151. Pulsatilla Nigricans (পালসেটিলা নাইগ্রীকেন্স)	১৩৪

	152. Ranunculus Bulbosus (র‍্যানানকিউলাস বালবোসাস)	১৩৫
	153. Ranunculus Sceleratus (র‍্যানানকিউলাস স্কেলেরেটাস)	১৩৬
	154. Rheum Palmatum (রিয়াম পালমেটাম)	১৩৬
	155. Rhododendron Chrysanthum (রডোডেন্ড্রন ক্রিসেন্থাম)	১৩৭
	156. Rhus Tox (রাসটক্স)	১৩৭
	157. Ruta Gravolens (রুটা গ্র্যাভি)	১৩৮
	158. Sabadilla Officinalis (স্যাবাডিলা অফিসিন্যালিস)	১৩৯
	159. Sambucus Nigra (সামবিউকাস নায়গ্রা)	১৩৯
	160. Santonine (স্যান্টোনাইন)	১৪০
	161. Sarsaparilla Officinalis (সার্সাপ্যারিলা অফিসিন্যালিস)	১৪০
	162. Secale Cornutum (সিকেল কর)	১৪১
	163. Selenium Metalicum (সেলেনিয়াম মেটালিকাম)	১৪২
	164. Senega Officinalis (সেনেগা অফিসিন্যালিস)	১৪২
	165. Sepia Officinalis (সিপিয়া অফিসিন্যালিস)	১৪৩
	166. Silicea Terra (সাইলেসিয়া টেরা)	১৪৪
	167. Solanum nigrum (সোলেনাম নাইগ্রাম)	১৪৫
	168. Spigelia Anthelmia (স্পাইজেলিয়া এনথেলমিয়া)	১৪৫
	169. Spiraea Ulmaria (স্পাইরিয়া উলমেরিয়া)	১৪৬
	170. Spongia Tosta (স্পঞ্জিয়া টোস্টা)	১৪৬
	171. Squila Hispania or Scilla (সিলা বা স্কুইলা)	১৪৭
	172. Stannum Met (স্ট্যানাম মেট)	১৪৭
	173. Staphisagria (স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া)	১৪৮
	174. Stramonium (স্ট্র্যামোনিয়াম)	১৪৯
	175. Strontium Carbonate (স্ট্রন্সিয়াম কর্বোনিকা)	১৫০
	176. Strychninum Ars (স্ট্রিকনাইনাম আর্স)	১৫১
	177. Sulphuricum Acid (সালফিউরিকাম এসিড)	১৫১
	178. Sulphur (সালফার)	১৫২

	179. Sumbulus Moschata (সাম্বিউলাস মস্কাটা)	১৫৩
	180. Syphilinum (সিফিলিনাম)	১৫৪
	181. Tabacum (ট্যাবেকাম)	১৫৪
	182. Tanacetum vulgare (টেনাসেটাম-ভালগেরি)	১৫৫
	183. Taraxacum Officinalis (ট্যারেক্সেকাম অফিসিনালিস)	১৫৬
	184. Tarentula Hispanica (ট্যারেন্টুলা হিস্প্যানিয়া)	১৫৬
	185. Tareindina (ট্যারিন্ডিনা)	১৫৭
	186. Terebinthina Oleum (টেরেবিন্থিনা অলিয়াম)	১৫৮
	187. Teucrium Marum (টিউক্রিয়াম ম্যারাম)	১৫৮
	188. Thea sinensis (থিয়া)	১৫৯
	189. Theridion Curassavicum (থেরিডিয়ম কিউরেসাভিকাম)	১৫৯
	190. Thuja Occ (থুজা অক্সি)	১৬০
	191. Urtica Urens (আর্টিকা ইউরেন্স)	১৬০
	192. Valeriana Officinalis (ভ্যালেরিয়ানা অফিসিনালিস)	১৬১
	193. Veratrum Album (ভেরেট্রাম অ্যাল্বাম)	১৬১
	194. Veratrum viride (ভিরেট্রাম ভিরিডি)	১৬২
	195. Viburnum Opulus (ভাইবার্ণাম অপুলাস)	১৬৩
	196. Vipera Communis (ভাইপেরা কমিউনিস)	১৬৩
	197. Viscum Album (ভিসকাম এলবাম)	১৬৪
	198. Zincum Metallicum (জিঙ্কাম মেটালিকাম)	১৬৪
৮	খিঁচুনি /আক্ষেপ (Convulsion) এর ওষুধ বাছাইয়ের সুবিধার্থে এই রোগে ব্যবহৃত রুব্রিকগুলি বাংলা ক্রমানুসারে দেওয়া হলো।	১৬৬
৯	রোগীলিপিতে খিঁচুনি বা আক্ষেপের রোগীর যা জানতে হবে-	১৭৪
১০	রেপার্টরিতে খিচুনির রুব্রিকগুলি যেভাবে আছে-	১৭৯
১১	খিচুনি রোগে ব্যবহৃত রুব্রিকগুলো চিত্রের সাহায্যে দ্রেয়া হলো-	১৯৩

৭. খিঁচুনি /আক্ষেপে {(CONVULSIONS), (Epilepsy)} যে কয়টি ওষুধ ব্যবহার করা হয়, সেই কয়টি ওষুধের ব্যবহারিক লক্ষণ সহ নিচে দেওয়া হলো-

1. Absinthium
(এবসিন্থিয়াম)

আক্ষেপ /খিঁচুনি :

- ★ অঙ্গ- মুখমন্ডলে।
- ★ প্রকৃতি- সংজ্ঞাহীনতাসহ, মৃগীরোগ সংক্রান্ত, সবিরাম, ধনুষ্টঙ্কারবৎ আড়ষ্টতা।
- ★ রোগের কারণ- হিস্টিরিয়া জনিত।
- ★ একক লক্ষণ- সবিরাম।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ ইহা মৃগীরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।
- ➢ শিরঃপীড়া আরোগ্য হওয়ার পর কানে পুঁজ হলে ইহা উপকারী।
- ➢ জিহ্বা দাঁত দ্বারা কেটে ফেলে, জিহ্বা কাঁপে, মনে হয় উহা ফুলে গেছে।
- ➢ ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ। ঘোড়ার প্রস্রাবের ন্যায় দুর্গন্ধ।

তাহলে এটিই হবে খিঁচুনি রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ।

2. Acid Acetic
(এসিড এসেটিক)

আক্ষেপ /খিঁচুনি :

- ★ প্রকৃতি- সংজ্ঞাহীনতাসহ, মৃগীরোগ সংক্রান্ত।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ শরীরের নিম্নভাগ স্ফীততা। ত্বক মোমবৎ পাণ্ডুর।
- ➢ অত্যধিক পিপাসা কিন্তু জ্বর অবস্থায় পিপাসা থাকে না। প্রচুর প্রস্রাব, দুর্বলতা।

- ➢ স্তন্যদায়িনীদের নীরক্ততাবশতঃ দুগ্ধের গুণান্তর হয়ে যখন সন্তানের পরিপোষক হয় না।
- ➢ শ্বাসকৃচ্ছ অবস্থায় উপুড় হয়ে উদরের উপর ভর দিয়ে ভালরূপে বিশ্রাম করতে পারা যায়, কিন্তু চিৎ হয়ে শয়ন করতে পারা যায় না।

তাহলে এটিই হবে খিঁচুনি রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ।

3. Aconitum Napellus
(একোনাইট ন্যাপ)

আক্ষেপ /খিঁচুনি :

- ★ বয়স- শিশুদিগের।
- ★ অঙ্গ- আভ্যন্তরিক।
- ★ যখন- দন্তোদ্গম কালে।
- ★ প্রকৃতি- সংজ্ঞাহীনতাসহ, মৃগীরোগ সদৃশ, ধনুষ্টঙ্কারবৎ আড়ষ্টতা।
- ★ স্থায়ীত্ব- ক্ষণিক, দীর্ঘকাল স্থায়ী।
- ★ কারণ- উত্তেজনা হেতু, ভয় হইতে, স্পর্শ করলে।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ আকস্মিকতা ও ভীষণতা।
- ➢ মৃত্যুভয় ও অস্থিরতা।
- ➢ পিপাসা ও জ্বালা।
- ➢ প্রচণ্ড শীত বা প্রচণ্ড গরমের প্রকোপ।

তাহলে এটিই হবে খিঁচুনি রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ।

- ❖ বৃদ্ধি- সন্ধ্যায়, রাত্রে, বিছানা হতে উঠলে, গরম ঘরে, আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করলে।
- ❖ উপশম- মুক্ত বাতাসে।

4. Aesculus Hippocastanum
(ইস্কিউলাস হিপ)

আক্ষেপ /খিঁচুনি :

- ★ প্রকৃতি- ধনুষ্টঙ্কারবৎ আড়ষ্টতা।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ মলদ্বারে অস্বস্তিবোধ।
- ➢ কটিবাত বা কোমরে ব্যথা। ভ্রমণশীল বেদনা।
- ➢ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভারবোধ বা পূর্ণতাবোধ।
- ➢ যকৃতের বিকার হতে উদ্ভূত কাশি, অর্শ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বক্ষবেদনা।

তাহলে এটিই হবে খিঁচুনি রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ।

- ❖ বৃদ্ধি- প্রাতে শয্যাত্যাগের পর, নড়াচড়ায়, ভ্রমণে, মলত্যাগকালে, ভোজনের পর, বিকালে, দণ্ডায়মান অবস্থায়।
- ❖ উপশম-শীতল মুক্ত বাতাসে।

5. Aethusa Cynapium
(ইথুজা সিনেপিয়াম)

আক্ষেপ /খিঁচুনি :

- ★ বয়স- শিশুদিগের।
- ★ যখন- দন্তোদ্গম কালে।
- ★ প্রকৃতি- সংজ্ঞাহীনতা সহ, মৃগীরোগ সংক্রান্ত, মৃগীরোগ সদৃশ।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ দুধ কোন অবস্থাতেই সহ্য হয় না। দুধ দধির ন্যায় চাপ চাপ আকারে বমি হয়ে ওঠে যায়।
- ➢ বমির পর শিশু ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুম থেকে জেগে ক্ষুধায় অস্থির হয় ও খায়
- ➢ পিপাসা কিছুতেই থাকে না।
- ➢ শিশুদের উদরাময়, হলদে মল।

তাহলে এটিই হবে খিঁচুনি রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ।

- ❖ বৃদ্ধি- সন্ধ্যায় ও গরমে, গ্রীষ্মকালে, আহারান্তে, বমি ও আক্ষেপ অন্তে।
- ❖ উপশম-মুক্ত বায়ু সেবনে, সঙ্গী থাকলে।

6. Agaricus Muscarius
(এগারিকাস মস্কোরিয়াস)

আক্ষেপ/খিঁচুনি :

- ★ সময়- নির্দিষ্টকালে আগত, প্রতি ৭ দিন অন্তর।
- ★ বয়স- শিশুদিগের।
- ★ অঙ্গ- আভ্যন্তরিক।
- ★ যখন- সঙ্গমের পর, ঝড় বজ্রকালে।
- ★ প্রকৃতি- মৃগীরোগ সংক্রান্ত, মৃগীরোগ সদৃশ।
- ★ অনুভূতি- মৃগীরোগ সংক্রান্ত আক্ষেপে যেন মেরুদণ্ডে ও দেহে ঠান্ডা বাতাস বইছে এরূপ।
- ★ স্থায়ীত্ব- ক্ষণিক, দীর্ঘকাল স্থায়ী।
- ★ সাথে- পড়ে যাওয়া সহ।
- ★ পর্যায়ক্রমে- সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা।
- ★ কারণ- উত্তেজনা হেতু, ভয় হইতে, দুগ্ধ অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে।
- ★ রোগের কারণ- উদ্ভেদ অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে।
- ★ উপশম- বমন কালে।
- ★ একক লক্ষণ- সঙ্গমের পর, মৃগীরোগ সংক্রান্ত আক্ষেপে যেন মেরুদণ্ডে ও দেহে ঠান্ডা বাতাস বইছে এরূপ, দুগ্ধ অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে, বমন কালে উপশম।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ অঙ্গ প্রতঙ্গের নর্তন, স্পন্দন বা আক্ষেপ ।
- ➢ মেরুদণ্ডে স্পর্শকাতরতা।
- ➢ আড়াআড়িভাবে রোগাক্রমণ ।
- ➢ দেহ ঠাণ্ডা বা গরম, সূচিবিদ্ধবৎ অনুভূতি।
- ➢ স্ত্রী সহবাসে সমুদয় রোগের বৃদ্ধি।

তাহলে এটিই হবে খিঁচুনি রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ।

- ❖ বৃদ্ধি- সঙ্গমের পর, ঠাণ্ডা হাওয়ায়, মাসিকের সময়, খাওয়ার পরে, খোলা বাতাসে।
- ❖ উপশম-ধীরে সঞ্চালনে, গরম বিছানায়, ঘুমের সময়।

7. Alumina
(এলুমিনা)

আক্ষেপ/খিঁচুনি :

- ★ সময়- সন্ধ্যাকালে।
- ★ যখন- পরিশ্রমের পর।
- ★ প্রকৃতি- মৃগীরোগ সংক্রান্ত, মৃগীরোগ সদৃশ, ধনুষ্টঙ্কারবৎ আড়ষ্টতা।
- ★ স্থায়ীত্ব- ক্ষণিক, দীর্ঘকাল স্থায়ী।
- ★ সাথে- পড়ে যাওয়া সহ।
- ★ রোগের কারণ- হিস্টিরিয়া জনিত।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্বলতা ও স্মৃতিভ্রংশ ।
- ➢ মল ও মূত্রত্যাগ সহজসাধ্য নয় বা কষ্টসাধ্য ।
- ➢ শুষ্ক ও শীতার্ততা ।
- ➢ আলু সহ্য হয় না ।
- ➢ মলত্যাগের ইচ্ছা নেই, শিশুদের এবং বৃদ্ধদের কোষ্ঠকাঠিন্য। মলত্যাগকালে কুন্থন।

তাহলে এটিই হবে খিঁচুনি রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ।

- ❖ বৃদ্ধি- শীতকালে, শীতল বায়ুতে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় এবং শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যে।
- ❖ উপশম-গরম জলপানে ও গ্রীষ্মকালে।

8. Ammonium causticum
(এমোনিয়াম কস্টিকাম)

আক্ষেপ /খিঁচুনি :

- ★ রোগের কারণ- মস্তিষ্কের কোমলতাপ্রাপ্তি হেতু।
- ★ একক লক্ষণ- মস্তিষ্কের কোমলতাপ্রাপ্তি হেতু, পরে পক্ষাঘাত জন্মে।
- ★ অন্যান্য- পরে পক্ষাঘাত জন্মে।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ স্বরলোপ ও অত্যধিক ক্লান্তি।
- ➢ গলায় হেজে যাওয়ার মত জ্বালাকর যন্ত্রণা।
- ➢ গলাধঃকরণে অক্ষমতা, বিশেষতঃ পানি গিলতেই পারে না।
- ➢ হৃদপিন্ডের দুর্বলতা ও মূর্চ্ছা যাওয়ার প্রবণতা, তৎসহ ভীরুতা।

তাহলে এটিই হবে খিঁচুনি রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ।

- ❖ বৃদ্ধি- আহার ও পানের পরে।
- ❖ উপশম-শক্ত মলত্যাগে, ভিনেগারে।

9. Ammonium Muriaticum
(অ্যামোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম)

আক্ষেপ/খিঁচুনি :

- ★ স্থায়ীত্ব- ক্ষণিক, দীর্ঘকাল স্থায়ী।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ যে সব ব্যক্তি স্থূলকায় ও অলস অথচ যাদের হাত-পা শীর্ণ তাদের ক্ষেত্রে এই ঔষধ উপযোগী।
- ➢ উত্তেজনা মাত্রই মুখে লালা হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা, মল শক্ত ও ভেঙ্গে ভঙ্গে পড়ে।
- ➢ স্ত্রীলোকদের শ্বেতপ্রদর বন্ধ হয়ে অর্শ। সেই অর্শে জ্বালা ও টাটানি ব্যথা।
- ➢ শ্বেতপ্রদর পরিমাণে প্রচুর এলবুমেন ও ডিমের সাদা অংশের মতো দেখায়, প্রস্রাবের পরে শ্বেতপ্রদর।
- ➢ ঋতুস্রাব রাতে অত্যধিক বেশি হয়।

তাহলে এটিই হবে খিঁচুনি রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ।

- ❖ বৃদ্ধি- প্রাতঃকালে, অপরাহ্নে, সন্ধ্য ৬টায়, রাত ২টায়।
- ❖ উপশম-মুক্ত বায়ুতে, ঘর্ষণে, ঠাণ্ডা জলে ধুলে।

10. Ambra Grisea
(অ্যামব্রাগ্রিসিয়া)

আক্ষেপ /খিঁচুনি :

- ★ বয়স- শিশুদিগের।
- ★ অঙ্গ- আভ্যন্তরিক।
- ★ যখন- প্রসবান্তিক।
- ★ স্থায়ীত্ব- ক্ষণিক।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ স্নায়বিক দুর্বলতা।
- ➢ চিন্তা ও কল্পনা এসে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।
- ➢ কারো সম্মুখে মলত্যাগ করতে পারে না।
- ➢ সামান্য কারণে রক্তক্ষরণ।

তাহলে এটিই হবে খিঁচুনি রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ।

- ❖ বৃদ্ধি- গান-বাজনায়, অপরিচিত লোকের উপস্থিতিতে, অস্বাভাবিক কোন জিনিস হতে, প্রাতে, গরম ঘরে, গরম পানে।
- ❖ উপশম-আক্রান্ত অংশ চেপে শয়নে, ধীরে ধীরে বেড়ালে, আহারান্তে, ঠাণ্ডা বায়ুতে, ঠাণ্ডা পানাহারে।

11. Ammonium Carbonicum
(অ্যামোনিয়াম কার্বোনিকাম)

আক্ষেপ /খিঁচুনি :

- ★ অঙ্গ- আভ্যন্তরিক।
- ★ প্রকৃতি- মৃগীরোগ সংক্রান্ত, মৃগীরোগ সদৃশ, ধনুষ্টঙ্কারবৎ আড়ষ্টতা।
- ★ স্থায়ীত্ব- ক্ষণিক, দীর্ঘকাল স্থায়ী।
- ★ সাথে- পড়ে যাওয়া সহ।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ হৃদপিণ্ডে দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্ট।
- ➢ প্রাতঃকালে মুখ ধোয়ার সময় নাক দিয়ে রক্তস্রাব।